টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
( দাদাঠাকুর )

বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।

এ ছাড়া অতি সুলভে বিনি, মফৎলাল গ্রুপ, গোয়ালিয়র স্যুটিং এবং টাটা মিলের যাবতীয় সুতী টেরিকট ও টেরিলিনের টুকরা ছিটের শ্রেষ্ঠ সম্ভার।

মুদ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৪ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 28th April, 1971 | ৪৮-শ সংখ্যা



সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

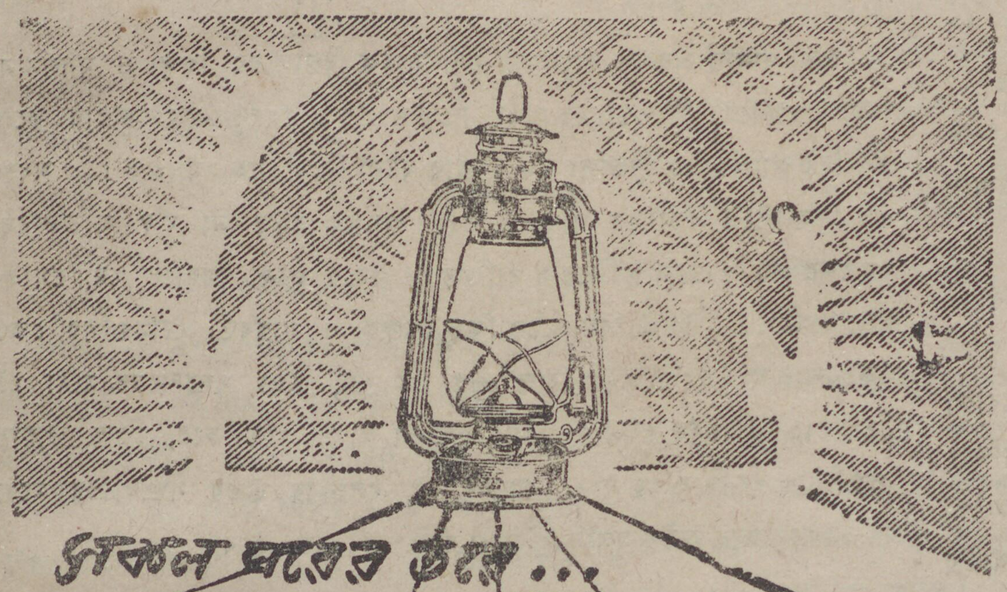

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ও কালো করে ঘরে ঝুলও পড়বে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

## পাকা বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ কালিকা ফার্ম্মেসীর দক্ষিণ দিকে সদর রাস্তার উপর একখানি পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপরেশনাথ পাল, রঘুনাথগঞ্জ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

দুখ দিয়ে বুক ভাঙবে তুমি
তাই ভেবেছ ভগবান্ ?
( আমি ) মার খাব তাও কাঁদবো নাকো
পরাণ খুলে গাইবো গান।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

## ॥ ১৩ই বৈশাখ স্মরণে ॥

১৩ই বৈশাখ জানাইয়া গেল, সে মানুষটি আর নাই। কিন্তু 'চিহ্ন তব পড়ে আছে'। জঙ্গিপুর সংবাদ—আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা দাদাঠাকুরের খুবই আদরের সামগ্রী। আমরা তাঁহাকে তাঁহারই কৃতির মাধ্যমে আজ শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তে স্মরণ করিতেছি। গতকাল তাঁহার জন্মতিথি ও তিরোধান তিথি উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

স্বর্গীয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন: 'রাঢ়ের যে সঙ্কীর্ণ ও অমার্জিত লোকজীবন ও আচরণ বিধি, সেই রূঢ় আবরণ-তলে একটি দুর্জয় চরিত্রগৌরব ও হাস্যরসের ফল্গুধারা লুকোন আছে, তা' তাঁকে দেখলেই বোঝা যায়। বাংলা দেশের সারস্বত অর্ঘ্যথালে তিনি যে খাঁটি দেশী-নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন, তার মধ্যে হয় ত আধুনিকতার পালিশ নেই, কিন্তু তার ঝাঁঝালো স্বাদ সদ্য-আহরিত, নির্ভেজাল রসে পরম উপভোগ্য।' সেই জন্যই খাঁটির সঙ্গে মেকীর আপোষবিহীন সংগ্রাম নানা দিক দিয়া তাঁহার জীবনে এবং সাহিত্যে দেখা গিয়াছিল। দাদাঠাকুর ধনী না হইয়াও অভাবগ্রস্তের জন্য অকৃপণ-হস্ত ছিলেন। বেশ ও ভূষায় নয়, আপন স্বভাবধর্মেই তিনি সমাজ ও সংস্কৃতির উচ্চ মঞ্চে আসীন ছিলেন। দাদাঠাকুর এক কথায় ছিলেন নিঃস্ব; কিন্তু নিজ সত্য ও ন্যায় বলের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করিয়াই তিনি তৎকালীন অভিজাতসমাজের অন্তর্জীর্ণতার প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিপাত করিতেন। তাঁহার আত্মশক্তি ও বিবেকবোধ তাঁহার আদর্শকে অপরিম্লান রাখিতে পারিত দাদাঠাকুর মনে ও প্রাণে সৎ ছিলেন আর ইহাই ছিল তাঁহার জনপ্রিয়তার মাপকাঠি।

দারিদ্র্য তাঁহাকে মহান্ করিয়াছিল, এই দারিদ্র্যই তাঁহাকে প্রচুর সম্মানের অধিকারী করিয়াছিল। কাহারও কথায় চলা, কাহারও নির্দ্দেশে কাজ করা তাঁহার স্বভাবের বাহিরে ছিল। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যখন যুবক, তখন ইংরাজী সভ্যতা তথা বিংশ শতাব্দীয় নব্যভাবধারায় অনেকের বহিরঙ্গের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া পরানুকরণপ্রিয়তা সমাজের প্রতি স্তরেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইহা দাদাঠাকুরের জীবনকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করিতে পারে নাই। আপন স্বকীয়তা তিনি কোন দিনই হারান নাই। তাঁহার অনলস কর্মপ্রবৃত্তি তাঁহাকে যে আন্তর সম্পদ দান করিয়াছিল, তাহা এক বিস্ময়ের বিষয় বৈকি।

এখনকার দিনগুলিতে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার বদলে দলত্বের প্রতিষ্ঠাই প্রবল। গোষ্ঠীর চক্রে পড়িয়া আমাদের আদর্শবোধে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্তির পথে। দাদাঠাকুরের ক্ষেত্রে তাহার বৈপরীত্য দেখা যায়। তিনি ব্যক্তিত্বের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সার্থক প্রয়াস চালাইয়া গিয়াছিলেন। তাই তিনি সর্বজন-শ্রদ্ধেয়।

বাংলার রাঢ়-পল্লী সংস্কৃতির সার্থক রূপকার—এই মহান্ আত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রণাম জানাই।

---

## ॥ কাহার দায়িত্ব ? ॥

সুতী থানার অন্তর্গত ফতুল্লাপুর সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কিছু ছাত্রের মধ্যে তিক্ততাপ্রসূত সংঘর্ষ এবং তাহার ফলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক। অবশ্য এই তিক্ততাকে এড়াইতে পারা নিশ্চয়ই অসম্ভব হইত না যদি অভিভাবক সমাজের একটা প্রবল প্রতিরোধ থাকিত। খবরে জানা গিয়াছে যে, গোল-মাল থামাইতে গিয়া ঐ বিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির কেহ কেহ আহত হইয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই তিক্ততার সৃষ্টি হইল কেন ? সংঘর্ষ একদিন আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু তাহার প্রস্তুতি ত একদিনে হয় না। কাজেই ঐ এলাকায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বিষ্ট মনোভাব সৃষ্টির মূলকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

কারণ একই বঙ্গদেশের বাম অঙ্গে নানা অশান্তি চলিতেছে। দক্ষিণ অঙ্গে সহানুভূতির ব্যথার স্পর্শ লাগিয়াছে। বাংলাদেশের অগণিত মুসলমান এবং হিন্দুও স্বৈরাচারী জঙ্গীদাপটে প্রাণ দিতেছে, কিন্তু দেশমাতৃকার মুক্তির সংগ্রামে তাঁহারা অটল। অসংখ্য অসহায় মানুষ ওপার বাংলা হইতে এপারে আসিয়াছেন শুধু একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। এপারে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কোন সূচনা আমাদের এপার বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে চরম মসীলিপ্ত করিয়া দিবে এবং এদেশের বা ওদেশের প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই সুযোগকে কাজে লাগাইতে কসুর করিবে না। ফতুল্লাপুর ও চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের উভয় সম্প্রদায়ের সুস্থবুদ্ধির মানুষ একটা বৃহত্তর দিকের কথা এবং মানবতাবোধের কথা বিবেচনা করিয়া এই সামান্য ব্যাপারকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দিবেন—এই অনুরোধ তাঁহাদের করিতেছি আর সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের আবেদন যে, যে কোন অবস্থাই আসুক না কেন, সাম্প্রদায়িকতার মনোবৃত্তিকে দৃঢ়হস্তে ধ্বংস করুন।

---

# নোটিশ

## মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বহরমপুর।

এতদ্দ্বারা সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ্ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কে বন্ধক দিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তবে ১০।৫।৭১ তারিখের মধ্যে যে কোন দিন অফিস কার্য্যকালে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত উপরে উল্লিখিত অফিসে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের আপত্তির বিষয় অবগত করাইবেন।

যে সকল জমি বন্ধক দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার বিবরণ :—

| দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা এবং প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ | থানা | পরগণা | তৌজি নং | রেঃ সাঃ নং | জে, এল নং | মৌজা | খতিয়ান নং (হাল) | সম্পূর্ণ দাগ নং সমূহ (হাল) | পরিমাণ এঃ শতক | দেয় খাজনা | খতিয়ানে উল্লিখিত মালিকের নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ক) মৌলভি সেখ নুরমহাম্মদ সাগরদীঘি, গ্রাম হড়হড়ি, থানা সাগরদীঘি জেলা মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ১৯০০ টাকা | সাগরদীঘি | গয়সাবাদ | ১১৭ | ২২৬ | ১০১ | হড়হড়ি | ৫০ | ১৬৪২, ১৬৪৩ | ০·৫৬ | ১·৬৫ | নুরমহম্মদ |
| | ” | আকবরসাহী | ৩৩২ | ২২৯ | ১০০ | হল্‌দী | ২০৩ | ১৩৭ | ০·২৭ | ০·৯২ | মোঃ নুরমহাম্মদ |
| | ” | কুণ্ডরপ্রতাপ (বীরভূম) | ১১৫২ | ২২৬ | ১০১ | হড়হাড় | ৮৩৯ | ১০৬৩ | ১·১৬ | ৬·৮৭ | ” ” |
| (খ) জায়েদ মণ্ডল ওরফে জহেদ মণ্ডল গ্রাম খড়িকাডাঙ্গা থানা নবগ্রাম জেলা মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত | নবগ্রাম | সাহাজাদপুর | ২৭৯৮ | ১২৭ | ৫ | খড়িকাডাঙ্গা | ২৯০ | ৭৩৫, ১০৯৬/১৩১৫ | ০·৫১ | ২·২৯ | জহেদ মণ্ডল |
| | ” | সেরপুর | ৬৪৭ | ১২৭ | ৫ | ” | ১৩০ | ২০৮৩, ২১২৩ ৯২৮, ৯৩১, ৯৩৫, ৯৪১ | ০·৫৫ | ১·৪৩ | ” ” |
| কর্জ্জের পরিমাণ ১৬০০ টাকা | ” | সাহাজাদপুর | ২৭৯৮ | ১২৭ | ৫ | ” | ৩৭০ | ৭৪২ | ০·৪৭ | ২·৬৬ | তালেব মণ্ডল |
| (গ) শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী স্বামী শ্রীরুদ্রনাথ রায়চৌধুরী ভট্টপাড়া, জিয়াগঞ্জ থানা জিয়াগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ১৬০০ টাকা | সাগরদীঘি | মুরারীপুর | ২৬২ | ২১৩ | ১৯৭ | লালিপালি | ৬৪ | ৮৮১, ৮৮৩ | ০·১০ | ১·৩৭ | হাফেজ নৈমুদ্দিন সরকার |
| | ” | ” | ” | ” | ” | ” | ৩৮২ | ৮৮৪, ৮৮৮ | ১·৭৪ | ৫·৫৩ | ” ” |
| শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কার্ত্তিকেরপাড়া থানা রাণীনগর জেলা মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ১,০০০ টাকা | রাণীনগর | লস্করপুর | ৭ | ৮৩ | বাবলতলী | | ৭৪২৩ | ১০৯৩, ৩৪৬৪, ৫৬৩১, ৫৫৯০, ৭৫৬১, ৭৫৬৩, ৫৬৮৩, ৭৫৩১, ৭৫৫৪, ৭৬০২, ৫৪১৪, ৫৬৮৪ | ৮·১১ | ২২·৪০ | দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস |
| (ঙ) শ্রীরামপ্রসাদ সাহা গ্রাম দিঘলকান্দি থানা রাণীনগর বর্তমান, ১২, গোয়ালপাড়া লেন, গোরাবাজার, বহরমপুর জেলা মুর্শিদাবাদ | রাণীনগর | পাটিকাবাড়ী | ২২১ | ৫১ | ৪৪ | বিষ্ণুপুর | ৫৭২ | ১১৭৭, ১৬৭১, ১৬৭১/১৭৮৫, ১৬৭২, ১৬৭২/১৭৮৬, ১৬৭২/১৭৮৭, ১৬৭২/১৭৮৮, ১৬৭২/১৭৮৯, ১৬৭২/১৭৯০, | ৪·৩৫ | ৯·০০ টাকা | অহেতুদ্দিন সরকার |

২১-৪-৭১ মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে **N. Banerjee,** ম্যানেজার

## খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

## ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

**ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত**

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীনবীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)


রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

## পরলোকগমন

গত ১২ই বৈশাখ সোমবার রাত্রে রঘুনাথগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কেনারাম চন্দ্র মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চারি পুত্র, চারি কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি স্বীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি, প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

## মহিলা খুন

গত ২১শে এপ্রিল রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ থানার বাইন্দা গ্রামের ষোড়শী দাসীকে হত্যা করিয়া আততায়ীরা তাহার গহনা, বাসন, ধান ও চাউল সমস্ত লইয়া পলাইয়াছে। এই হত্যাকাণ্ডে লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

## সঙ্কলন :

সেদিন শিমূল রাঙা ফাল্গুনের শেষ বিকেলে ফেলে আসা পূর্ব্ব বাংলার কথা ভাবছিলুম। ভাবছিলুম পদ্মা পারের আমাদের বাড়ীর কথা। ৪৭ এ যাঁরা বাচ্চা শিশু ছিলেন—তাঁরাই আজ পূর্ব্ব বাংলার যৌবনের মূর্ত্ত প্রতীক। ধর্মের গোঁড়ামীর উর্ধে উঠে তাঁরা সারা পূর্ব্ব বাংলার মাতৃ-ভাষার জন্যে—বাংলার জন্যে গর্জ্জে উঠেছে—পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজী শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার ন্যায্য দাবীর পেছনে তাঁরা এক গাট্টা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্যের জন্যে তাঁরা ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। তাঁরা কোন বাধাই মানতে রাজী নয়—তাঁদের চোখে নূতন বাংলার স্বপ্ন। পূর্ব্ব বাংলার সবুজ প্রান্তরে প্রান্তরে আজ নূতন যৌবনের দৃপ্ত পথ চলা শুরু হয়েছে, ইসলামের নামে জিগির তুলে আজকের এই যৌবনের পথ চলা বন্ধ করা যাবে না।

আজ পূর্ব্ব বাংলার ঘুর্ণি ঝড়ে ভেসে যাওয়া মানুষেরা বঞ্চিত মানুষেরা সব এক হয়ে একই শ্লোগানে মুখর।

পূর্ব্ব বাংলার দাবীকে পদানত করার জন্য ফৌজী ব্যবহার কোন কমতি নেই—হাজার হাজার মানুষ তবুও এক হয়ে জান দেওয়ার জন্যে এগিয়ে চলেছে—ইতিমধ্যেই বহু মানুষের রক্তে পূব বাংলার নরম মা পিচ্ছিল হয়েছে—তাঁরা শহীদ হয়েছেন। পূর্ব বাংলার এই বিদ্রোহের জয়গান রচিত করেছেন বাঙালী কবি, সাহিত্যিকেরা—সেই গান গেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা, নারায়ণগঞ্জের শ্রমিক—রাজশাহীর কৃষক—পদ্মা-মেঘনা পারের হাজার হাজার মানুষ। পল্টন ময়দান থেকে—রাজশাহীর পাঁচ আনির মাঠ সর্ব্বত্রই একই সুর-একই ভাষা দাবিয়ে রাখা চলবে না। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লন—পোষ্টারে পোষ্টারে একাকার—সর্বত্রই যৌবনের দৃপ্ত ঘোষণা—বাংলার ন্যায্য দাবীকে কেউ যদি দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা করে তবে সারা পূর্ব বাংলার সংগ্রামী মানুষ তা মুখ বুজে সহ্য করবে না। বাংলা ভাষা, বাংলার সংস্কৃতির জন্য হিন্দু-মুসলমান সবাই হাতে হাত মিলিয়ে জান দিবে—শহীদ হবে।

—বরেন্দ্রভূমি

## ছাত্র-সংঘর্ষ

গত ২৬-৪-৭১ তারিখে ফতুল্লাপুর শশীমণী সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে কিছু হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র এক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইহার কারণস্বরূপ জানা গিয়াছে যে, গত ২৩-৪-৭১ তারিখ একজন গৃহস্থের জমির উপর দিয়া হাঁটার জন্য একজন মুসলমান ছাত্র প্রহৃত হয়। পরদিন বিদ্যালয়ে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। স্থানীয় কিছু ব্যক্তিদের লইয়া ২৬শে এপ্রিল বিদ্যালয়ে একটা মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু উভয় পক্ষের প্রবল উত্তেজনায় তিক্ততা বাড়িয়া যায় এবং বিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পুলিশ আসার পর অবস্থা আয়ত্তে আসে।

---

## ওরা আর আমরা

—বরুণ রায়

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

জীপ রেখে এবার আমরা পায়ে হেঁটে গ্রামের পথ ধরলাম। যুদ্ধ মারামারির তেমন কিছুই আর চোখে পড়ছে না। গ্রামের নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবন। কিন্তু উপরের এই শান্ত জলের নীচে যে আগ্নেয়-গিরির লাভারাশি টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে তা প্রথমে চোখে পড়েনি।

একটা গ্রামে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। একটা বড় বাড়ীর উঠানে এক দঙ্গল মেয়ে ভিড় জমিয়েছে। প্রবল চিৎকার আর কোলাহল, প্রবলতর উত্তেজনা। এই প্রমীলার রাজত্বে মাথা গলানো নিরাপদ হবে কিনা তা নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে গবেষণা করছি। এমন সময় বাড়ীর ভিতর থেকে একটি মেয়ে বের হয়ে এসে আমাদের দেখে থম্‌কে দাঁড়াল। পরক্ষণেই সে দ্রুত বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল। হঠাৎ বাড়ীর মধ্যের সমস্ত কোলাহল থেমে গেল। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ক্যানেস্তারা টিন পিটানোর কর্কশ শব্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আশে পাশের বাড়ী থেকেও কারা ক্যানেস্তারা টিন পিট্‌তে সুরু করেছে। ব্যাপার স্যাপার কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না। পুরুষ একজনও চোখে পড়ছে না। কি ব্যাপার রে বাবা! আমরা তো বেশ ভড়কে গিয়েছি। অন্য কাউকে সঙ্গে না নিয়ে নিজেরা গ্রামের মধ্যে ঘুরতে গিয়ে আবার কোন ফ্যাসাদ বাধিয়ে বস্‌লাম!

আগের সেই মেয়েটির নেতৃত্বে হাতে দা-বঁটি নিয়ে জনা ১৫।১৬ মাঝবয়সী মেয়ে এসে আমাদের ঘিরে ধরল। আমরা স্পিক্‌টি নট্‌। ওদিকে বামাকণ্ঠের পাঁচমিশেলী প্রশ্নের ঝড় আমাদের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। কে আমরা, কি মতলবে দল বেঁধে গ্রামে ঢুকেছি, বন্দী চর দুজনের খোঁজে কে আমাদেরকে পাঠিয়েছে, আমরা বাংলাদেশের কলঙ্ক বেইমান মুসলিম লীগ বা জামাতে ইস্‌লামের চেলা না পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা ইয়াহিয়ার চর, আমাদের জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো উচিত, না আওয়ামী লীগের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া উচিত ইত্যাকার নানা রকমের প্রশ্ন ও গবেষণা। বুঝলাম, গোয়েন্দাগিরি করতে এসে এবার আমরা নারীবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছি এবং এবার আমাদের হেঁটোয় কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা হবে।

আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নাই। কেননা বিচারক সকলেই, আবার সরকার পক্ষের সওয়ালকারিণী উকিল ব্যারিষ্টারও সকলেই। কালো শাম্‌লা না থাকলেও বিকল্প কালো বোরখা কয়েক জনের গায়ে চাপানো আছে। এই 'আমাজনদের' গণ আদালতে বিচারক ও সরকার পক্ষের উকিল ব্যারিষ্টার সকলেই তারস্বরে সওয়াল জবাব করছে, বেচারা আসামী আমরা আটজন শান্ত মেষশাবকের মত জুলজুল করে তাকিয়ে দেখ্‌ছি শ্রাদ্ধের জল কোথায় গড়াচ্ছে। আমাদের মধ্যে অমিয় সেন ভাল স্পোর্টসম্যান। সে ফিসফিস করে বল্‌ল—"দাদা, যঃ পলায়তি। একটা ম্যারাথন দৌড়ের ষ্টার্ট নিলে কি হয়?" প্রথমে দেখা সেই মেয়েটি এগিয়ে এসে আমাদেরকে তাদের সঙ্গে যাওয়ার হুকুম করল। আমরা একটা বড় ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লাম। বাইরে থেকে কে ঘরের শিকল এঁটে দিল। তালা দেওয়ার শব্দও পাওয়া গেল।

( চল্‌বে )

---

## জঙ্গিপুর মহকুমা শিক্ষক সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

গত ২৫-৪-৭১ জঙ্গিপুর পৌরভবন হলে জঙ্গিপুর মহকুমা শিক্ষক সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীঅলোক সান্যালের উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীশরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে মহাশয়। শিক্ষক নেতা সন্তোষ ভট্টাচার্য এবং মহকুমার অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর মৃত্যুতে নীরবতা পালন করিয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীশরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে তাঁহার ভাষণে বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাবের কথা বলেন। নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, রাজ্য সমন্বয় সমিতি এবং ১২ই জুলাই কমিটির প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। মহকুমা শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীহরিলাল দাস বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন এবং শিক্ষা ও শিক্ষকের দাবীতে আন্দোলনে সংহতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সম্মেলনে স্বাধীন বাংলা সরকারের স্বীকৃতি ও প্রকাশ্যে সামরিক সাহায্য প্রেরণের দাবী, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাখাতে আরও অর্থবরাদ্দ; পে-কমিশনের সংশোধিত বেতনহারের সুপারিশ বর্জন এবং শিক্ষার স্বার্থে আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। মহকুমার নানা স্থান হইতে শিক্ষক প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন।

---

## রাম রাজত্ব আর কাকে বলে ?

গত ২২শে এপ্রিল ৩৩২নং ডাউন গয়া ট্রেণে কাটোয়া রেলষ্টেশনের পরে একদল দুর্বৃত্ত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গাড়ীতে হানা দেয়। তখন রাত্রি গভীর। রঘুনাথগঞ্জের ব্যবসায়ী শ্রীশ্রীনিবাস আগরওয়ালার ৩৯০০ টাকা এবং ঘড়ি ছিনিয়ে নেয়। ঐ গাড়ীর ও পার্শ্বের দু'তিনখানি কামরার প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারের টাকা ও মূল্যবান জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে অক্ষতদেহে সরে পড়ে। শুনা গিয়েছিল, যাত্রীসাধারণের নিরাপদ রেলভ্রমণের জন্যে উপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু হায়, আগের সেই ঠগীর দিন ফিরে এল। নাকি এইটায় রাম রাজত্ব ?

---

## শিক্ষক সম্মেলনের সহায়কগণ

গত ২৫-৪-৭১ তারিখ জঙ্গিপুর মহকুমা শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে বহিরাগত শিক্ষক প্রতিনিধিদের আপ্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও সংস্থা অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী সাহায্য দিয়াছেন : শ্রীসুধীরকুমার সেন; শ্রীশ্যামাপদ দত্ত; শ্রীশচীন সেন; শ্রীলক্ষ্মীজনার্দন দে; শ্রীবিশ্বনাথ দাস; শ্রীপীতাম্বর সাহা; রঘুনাথগঞ্জ বস্ত্রালয়; শ্রীগুরুভাণ্ডার; চা ভাণ্ডার; শ্রীঅমলেন্দু নন্দী; গ্রন্থালয়; খেলাঘর; রঘুনাথগঞ্জ মেডিক্যাল ষ্টোর; শ্রীকৃষ্ণ ফার্মেসী; শ্রীননীগোপাল নন্দন; প্রভাত ষ্টোর্স; শ্রীসূর্যনারায়ণ ঘোষাল; দত্ত ষ্টোর; শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়; শ্রীরবিচাঁদ দত্ত; শ্রীবালকনাথ চন্দ্র; শ্রীঅনন্তকুমার চন্দ্র; শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত; শ্রীউমাশঙ্কর বড়াল; শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ গুপ্ত; শ্রীরমাপতি মণ্ডল; কত বই কত খেলা; শ্রীননীগোপাল সেনগুপ্ত; ষ্টুডেন্টস্ ফেভারিট; শ্রীশরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে; শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়; শ্রীসত্যনারায়ণ আগরওয়ালা; শ্রীত্রিপুরেশ্বর দত্ত; ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়; শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস; শ্রীসত্যরঞ্জন দাস; শ্রীদিলীপ রায় ও শ্রীসুভাষ সেনগুপ্ত।

## দুই বাংলার একটি হৃদয়

(সু—মো—দে)

দুই বাংলার একটি হৃদয়
একটি আত্মা হয়,
বীর নেতাজীর যোগ্য প্রতীক
মুজিবর অক্ষয়।
গঙ্গা যমুনা পদ্মা মেঘোনা
পূব্ পশ্চিমে জীবন দ্যোতনা।
নিয়ত ধ্বনিছে বলিছে বাঙালী
এক প্রাণ নিশ্চয়।
এপার ওপার ভেদাভেদ নাই
হিঁদু-মুসলিম্ জোট ভাই ভাই,
স্বৈরাচারীকে খতম করিতে
দুরন্ত দুর্জ্জয়।
বর্ব্বরতার জুলুম পীড়ন
অত্যাচার ও শাসন শোষণ,
বন্ধ করিব অচিরে রুখিব
বাঙালীরা নির্ভয়।
বাংলা মায়ের মোরা সন্তান
দুই বাংলার গাহি জয়গান,
প্রাণ বিনিময়ে দেশকে বাঁচাব
জয় বাংলার জয়।

SOCIAL SCIENCES, CALCUTTA